ভালোবাসা, ত্যাগ ও শ্রদ্ধার অনন্য দিন বাবা দিবস

মানুষের জীবনে বাবার ভূমিকা অনেক সময় নীরব, অথচ অত্যন্ত গভীর। সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য একজন বাবা সারাজীবন পরিশ্রম করেন, দায়িত্ব পালন করেন এবং নিজের স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে সন্তানের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। সেই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, ত্যাগ ও অবদানকে স্মরণ করার জন্যই বিশ্বজুড়ে পালিত হয় বাবা দিবস।

বাবা দিবসের ইতিহাস আমাদের নিয়ে যায় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের স্পোকেন শহরের এক নারী, সোনোরা স্মার্ট ডড, এই দিবসটি চালু করার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মা মারা যাওয়ার পর তাঁর বাবা উইলিয়াম জ্যাকসন স্মার্ট একাই ছয় সন্তানকে লালন-পালন করেছিলেন।

বাবার সেই আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের কথা মনে রেখে সোনোরা চেয়েছিলেন বাবাদের সম্মান জানানোর জন্য একটি বিশেষ দিন থাকুক।

১৯১০ সালের ১৯ জুন প্রথমবারের মতো স্পোকেন শহরে বাবা দিবস উদযাপিত হয়। ধীরে ধীরে এই উদ্যোগ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

তবে জাতীয় স্বীকৃতি পেতে সময় লেগেছিল অনেক বছর। অবশেষে ১৯৭২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন জুন মাসের তৃতীয় রোববারকে জাতীয় বাবা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

বর্তমানে বিশ্বের বহু দেশে জুন মাসের তৃতীয় রোববার বাবা দিবস পালিত হয়। কোথাও সন্তানরা বাবাকে উপহার দেয়, কোথাও শুভেচ্ছা কার্ড পাঠায়, আবার কোথাও পরিবারের সবাই একত্রিত হয়ে বাবার প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

তবে উপহার বা আয়োজনের চেয়ে বড় বিষয় হলো বাবার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসার অনুভূতি প্রকাশ করা।

আমাদের সমাজে বাবারা অনেক সময় নিজেদের আবেগ প্রকাশ করেন না। তাঁরা নীরবে পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন, সন্তানদের

নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে নিরলস পরিশ্রম করেন।

তাই বাবা দিবস শুধু একটি আনুষ্ঠানিক দিবস নয়; এটি বাবার অবদানকে নতুন করে উপলব্ধি করার একটি সুযোগ।

বাবা হলেন পরিবারের বটবৃক্ষের মতো, যার ছায়ায় সন্তানরা নিরাপদে বেড়ে ওঠে। তাঁর কঠোরতা সন্তানের শৃঙ্খলা শেখায়, তাঁর পরামর্শ জীবনের পথ দেখায় এবং তাঁর ভালোবাসা আত্মবিশ্বাস জোগায়।

তাই বাবা দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—জীবনের প্রতিটি সাফল্যের পেছনে একজন বাবার নীরব ত্যাগ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা জড়িয়ে থাকে।

বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশের জন্য কোনো নির্দিষ্ট দিনের প্রয়োজন না হলেও, বাবা দিবস সেই অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করার একটি সুন্দর উপলক্ষ।

এই দিনটি আমাদের শেখায়, যত ব্যস্ততাই থাকুক না কেন, বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে কখনো কার্পণ্য করা উচিত নয়। পৃথিবীর সব মানুষ খারাপ হতে পারে। তবে কোন বাবাই খারাপ না। পৃথিবীর সব বাবাদের কুর্ণিশ।

মেহেরপুরে শিশু রামিসার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ছাত্রদলের নীরবতা পালন

মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রদলের উদ্যোগে শিশু রামিসার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং ন্যায়বিচারের দাবিতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ শিশু রামিসার মৃত্যু/ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দ্রুত ন্যায়বিচারের দাবি জানান। তারা বলেন, এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনতে হবে।

в том числе сведения, которые мне станут известны, кроме тех, которые являются общедоступными, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Наше видение решения проблемы, которую мы решаем, наш продукт

Наша команда состоит из специалистов по разработке программного обеспечения, которые имеют большой опыт работы в этой области. Мы знаем, как создать надежное и эффективное решение, которое будет соответствовать потребностям наших клиентов. Наш продукт будет использовать современные технологии и методы разработки, чтобы обеспечить высокую производительность, безопасность и удобство использования.

Наша команда также имеет опыт работы с различными платформами и языками программирования, что позволит нам создать продукт, который будет работать на различных устройствах и операционных системах. Мы также будем использовать методы тестирования и отладки, чтобы убедиться, что наш продукт работает без ошибок и сбоев.

Мы также будем предоставлять нашим клиентам поддержку и обновления, чтобы они могли получать максимальную пользу от нашего продукта. Мы будем работать с нашими клиентами, чтобы понять их потребности и предложить им решения, которые будут соответствовать их требованиям.

এ বিষয়ে কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হাফিজুল ইসলাম পুষ্পমাল্য অর্পণ না করার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা দোয়া মাহফিল করেছি। তবে শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়নি, বিষয়টি ভুল হয়েছে। তবে স্থানীয়দের দাবি, দোয়া ও মোনাজাতও ছিল নামমাত্র ও দায়সারা।

গাংনী উপজেলা ভারপ্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, মাতৃভাষা দিবস পালনের জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া আছে। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান এর ব্যত্যয় ঘটায় বা দিবস পালনে অনীহা দেখায়, তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখে সত্যতা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য যেঃ কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ হাফিজুল ইসলাম দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে রামরাজত্ব শুরু করেছে ইচ্ছেমত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যায়ের হিসেবেও রয়েছে অসচ্ছতা। এই প্রতিষ্ঠানের সকল অনিয়ম খতিয়ে দেখতে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কামনা করেছে এলাকাবাসি।

শ্রদ্ধা, ভালোবাসায় সিক্ত গোলাম রসুল চির নিদ্রায়

মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে পৌর কবরস্থানে চির নিদ্রায় শায়িত হলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মরহুম গোলাম রসুল।

মঙ্গলবার বাদ আসর হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে পৌর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। জানাজায় সর্বস্তরের মানুষের ঢল নামে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাড মিয়াজান আলী, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আক্কাস

আলী, মরহুমের ভাই লিজ্জু, ছেলে হাসান প্রমুখ।

এর আগে দুপুরে তাঁর মরদেহ মেহেরপুরে পৌঁছালে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। দীর্ঘদিনের সহকর্মী, আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের সদস্যদের কান্নায় পুরো এলাকা শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

মঙ্গলবার ভোর ৩টার দিকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তাঁর বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনসহ একাধিক মামলা দায়ের করা হয়। এরপর তিনি আত্মগোপনে চলে যান। সম্প্রতি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মঙ্গলবার তাঁর একটি অপারেশন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সোমবার দিবাগত গভীর রাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

গোলাম রসুল ছিলেন ব্যবসা সফল একজন উদ্যোক্তা। হোটেল বাজার থেকে তাঁর ব্যবসায়িক জীবনের সূচনা হয় এবং সেই ব্যবসায়িক গদি ঘর থেকেই শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা। কর্মীবান্ধব এই মানুষটি ছিলেন মেহেরপুরের আওয়ামী রাজনীতির এক জনপ্রিয় ও সফল নেতৃত্ব।

রাজনীতির ময়দানে তিনি ছিলেন অকুতোভয় ও সংগঠননির্ভর নেতা। দলের দুঃসময়ে তিনি মিছিলের অগ্রভাগে থেকে দলকে টিকিয়ে রেখেছিলেন দৃঢ়তা ও সাহসিকতার মাধ্যমে। এক পর্যায়ে তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা হামলারও শিকার হতে হয়েছিল। মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের সোনালী অধ্যায়ে তাঁর নাম প্রেরণার প্রতীক হিসেবে উচ্চারিত হবে।

রাজনীতির পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও ব্যবসায়িক সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মেহেরপুর বাস-মিনিবাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, মেহেরপুর জেলা হজ সমিতির সভাপতি, মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম দায়িত্বশীল সদস্য এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মেহেরপুর ইউনিটের দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন মসজিদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

মাইলস্টোন ট্রাজেডি: মুজিবনগরে মাহিয়ার কবরে বিমানবাহিনীর শ্রদ্ধা

বিমান বাহিনী প্রধানের পক্ষ থেকে মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজের দুর্ঘটনায় নিহত শিক্ষার্থী মাহিয়া তাসনিম মায়া’র কবরে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, ও তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামের জামে মসজিদে দোয়া শেষে মাহিয়ার কবরে পুস্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিমানবাহিনীর স্কোয়াডন লিডার ইকতিদার অভিবাদন গ্রহণ করেন। এসময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল, মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান, নিহত মাহিয়া তাসনিমের নানা নজরুল ইসলামসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার রেহানা ও স্কোয়াডন লিডার ইকতিডারের নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের একটি টিম নিহত মাহিয়া তাসনিম মায়ার পরিবারের সাথে স্বাক্ষাত করে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

তারা নিহত মাহিয়া তাসনিমের মা আফরোজা আক্তার বিউটির ও নানা নজরুল ইসলামের সাথে কথা বলেন।

পরে তার কবর জিয়ারত শেষে স্থানীয় মসজিদে আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে অংশ নেন।

উল্লেখ্য, মাহিয়া মাইলস্টোন স্কুলের অষ্টম শ্রেনীর ছাত্রী ও চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি গ্রামের প্রয়াত প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলীর মেয়ে।

২৪ জুলাই বিকেলে রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় মাহিয়া।

পরে তার নানাবাড়ি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামে কবরস্থানে দাফন করা হয় মাহিয়াকে।

হরিণাকুণ্ডুতে শ্রদ্ধায় স্মরণে জাতীয় শোক দিবস

প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, শোক র্যালী, দু’আ মাহফিলসহ নানা আয়োজনে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে পালিত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস।

সোমবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্তরে জাতির পিতার ম্যুরালে উপজলা পরিষদ, প্রশাসন, বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, আওয়ামী লীগ, পৌরসভা, বাংলাদেশ পুলিশ, প্রেস ক্লাব, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন।

সকাল ১০টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউএনও সুস্মিতা সাহার সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন। এ সময় সহকারী কমিশনার (ভূমি) তানভীর হোসেন, পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেন, ওসি সাইফুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি খাইরুল ইসলাম, ইউপি চেয়ারম্যান কামাল হোসেন, শরাফত দৌলা ঝন্টু, প্রেস ক্লাব সভাপতি সাইফুজ্জামান তাজু, স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক ফিরোজ সালাউদ্দিন, যুগ্ম আহবায়ক রাফেদুল হক সুমন, ছাত্রলীগের যুগ্ম আহবায়ক রুবেল রানা, শিক্ষার্থী সাকিব মোহাম্মদ শোয়েব প্রমূখ বক্তব্য দেন।

এ ছাড়াও এই উপলক্ষে উপজেলা আওয়ামী লীগ পুস্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দু’আর মাহফিল করে। এসব অনুষ্ঠানে উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মশিউর রহমান জোয়ার্দার ও সাধারণ সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলামসহ দলীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ১১টায় ছাত্রলীগের যুগ্ম আহবায়ক রুবেল রানার নেতৃত্বে শোক র্যালী, ইসলামী ফাউন্ডশনের আয়োজনে আলোচনা সভা, দু’আ মাহফিল, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে যুবক- যুবতীদের মাঝে যুব ঋণের চেক বিতরণসহ উপজেলার প্রতিটি গ্রামে গণভোজের আয়োজন করে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সহযোগি সংগঠন।